আল-কাউসার | Al-Kawthar | ٱلْكَوْثَر

আয়াতঃ ১০৮ : ২

আরবি মূল আয়াত:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انحَر ۝٢

অনুবাদসমূহ:

অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড় এবং নহর কর*। — আল-বায়ান

কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর, — তাইসিরুল

সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। — মুজিবুর রহমান

So pray to your Lord and sacrifice [to Him alone]. — Sahih International

*অর্থ কুরবানী কর।

২. কাজেই আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।(১)

(১) نحرশব্দের অর্থ উট কুরবানী করা। এর প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে হাত-পা বেঁধে কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরি দিয়ে আঘাত করা এবং রক্ত বের করে দেয়া। গরু-ছাগল ইত্যাদির কুরবানীর পদ্ধতি যাবাই করা। অর্থাৎ জন্তুকে শুইয়ে কণ্ঠনালিতে ছুরি চালিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা। আরবে সাধারণতঃ উট কুরবানী করা হতো। তাই কুরবানী বোঝাবার জন্য এখানে نحرশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এ শব্দটি যে কোন কুরবানীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে পূর্ববর্তী আয়াতে প্রদত্ত কাউসারের কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দুটি কাজ করতে বলা হয়েছে। এক, একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায়, দুই, তাঁরই উদ্দেশ্যে কুরবানী করা ও যবাই করা। [আদওয়াউল বায়ান] কেননা, সালাত শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং কুরবানী আর্থিক ইবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী। [বাদায়ি'উত তাফসীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

২। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর। [1]

[1] নামায কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য পড়, কুরবানীও শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য কর। মুশরিকদের মত তাতে অন্যকে শরীক করো না। نَحرএর আসল অর্থ হল উটের কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরি দিয়ে আঘাত করে যবেহ (নহর) করা। অন্যান্য পশুকে মাটির উপর শুইয়ে তার গলায় ছুরি চালানো হয়; আর একে 'যবেহ করা' বলা হয়। কিন্তু এখানে 'নহর' দ্বারা সাধারণভাবে কুরবানীকে বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে এ অর্থে নফল বা অতিরিক্ত কুরবানী, হজ্জের সময় মিনা ময়দানে এবং ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী করাও শামিল।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=6206

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন